আমরাই বিকল্প ■ আমরাই ধর্মনিরপেক্ষ ■ আমরাই ভবিষ্যৎ

পশ্চিমবঙ্গ সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১

রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে সংযুক্ত মোর্চার আবেদন

পশ্চিমবঙ্গ সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১
রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে সংযুক্ত মোর্চার আবেদন

বন্ধুগণ,

- সপ্তদশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেছে। আমরা সকলেই অবহিত যে বিগত এক বছরের অধিক সময়কাল ধরে করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে সমগ্র মানব সভ্যতার সংগ্রাম চলছে। সমস্ত ধরনের সতর্কতা মান্য করেই দৈনন্দিন জীবন, লড়াই-সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী ২৭শে মার্চ থেকে ২৯শে এপ্রিল মোট ৮ দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন রাজ্যের ব্যাপক সংখ্যক রাজ্যবাসীর কাছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। একই সাথে অপশাসন ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটানোর সংগ্রাম। বিগত প্রায় দশ বছর ধরে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস দল ও সরকার নজিরবিহীন স্বৈরাচারী সন্ত্রাস কায়েম করেছে। স্বৈরাচারী কায়দায় রাজ্যে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। একদিকে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ থাবা গেড়ে রয়েছে, অপরদিকে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলাদের ওপর নেমে এসেছে ঘৃণ্য আক্রমণ। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী অংশের মানুষও একইভাবে আক্রান্ত। এমন সর্বনাশা তৃণমূলী শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জনগণকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।
- কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আরএসএস-বিজেপি সরকারের কৃষি আইন, প্রচলিত শ্রম আইন সংস্কার সবই কর্পোরেটের স্বার্থে। এই সরকার নয়া উদারনীতি কার্যকর করতে অত্যন্ত তৎপর। শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এই সময়কালে ২ লক্ষের ওপর কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। সমগ্র দেশে ভয়াবহ কর্মহীনতা। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা শোচনীয়। দারিদ্র্য বাড়ছে। বড় বড় পুঁজিপতির সম্পদ অকল্পনীয় হারে বাড়ছে। করোনা মহামারীর সময়কালে দেশে প্রায় ১৫ কোটি মানুষের কাজ চলে গেছে। দারিদ্র্য, অভাব, বৈষম্য, বুভুক্ষা সমস্ত কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এই করোনা সময়কালে দেশের বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীর সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকা। গ্যাস, কেরোসিন, পেট্রোল-ডিজেলসহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে ঘটছে। বৈষম্য সমগ্র দেশজুড়ে ক্রমবর্ধমান। সরকারী ভরতুকিতে পুষ্ট হচ্ছে কর্পোরেট শক্তি। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারিকরণ ঘটাচ্ছে। কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ব্যাপক ঋণ মকুব ও বকেয়া ঋণের বিশাল পরিমাণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি দুর্বল হয়েছে। মার্জার (একীকরণ)-এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কলকাতায় হেড অফিস ছিল এমন দুইটি ব্যাঙ্ক মার্জারের ফলে উঠে গেছে। শ্রমিক-কৃষকসহ সর্ব অংশের মানুষ আক্রান্ত। আক্রান্ত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার। জাতীয় শিক্ষানীতির নামে শিক্ষার অধিকারের ওপর নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর আক্রমণ। বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতাকে দেশদ্রোহিতার সমতুল করে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধিজীবীসহ বহু মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সিবিআই, ইডি, পুলিশ এবং ইউএপিএ ও এনআইএসহ দানবীয় সমস্ত আইন ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। কর্পোরেট স্বার্থকেন্দ্রিক ভয়ঙ্কর কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধী আন্দোলন দমন করতে প্রশাসন-পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের আক্রমণ চালানো হয়েছে।
- দেশের সংবিধানের মর্মবস্তু আজ আক্রান্ত। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে বিজেপি সরকার। সিএএ, এনআরসি'র মাধ্যমে নাগরিকত্ব নির্ধারণে ধর্মকে মাপকাঠি করা হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারগুলি ক্রমান্বয়ে খর্বিত। ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রসারিত। শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাসসহ

সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহিত হচ্ছে। ভারতের মর্মবস্তুকে পালটে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ অংশও হেনস্তা ও আক্রমণের মুখে।

- রাজ্যের তৃণমূল সরকারও নিজেদের সুবিধামত সাম্প্রদায়িক কার্ড ব্যবহার করছে। রাজ্যে তৃণমূল ও বিজেপি'র বোঝাপড়ার রাজনীতি চলছে। এদের মাধ্যমে কর্পোরেটরা দ্বিদলীয় রাজনীতিকে এরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
- পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বড়ই সঙ্গীন। আয়ের তুলনায় ব্যয় লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশাল পরিমাণ ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছে রাজ্য। কৃষিতে গুরুতর সঙ্কট। ২০১৪ ও ২০১৭ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার কৃষকসহ সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী আইন রাজ্যে চালু করেছে। কৃষকের আত্মহত্যা এই রাজ্যেও ঘটছে। নতুন শিল্প ও শিল্প বিনিয়োগ রাজ্যে বৃদ্ধি পায়নি বলা চলে। কর্মসংস্থানের অবস্থা বড়ই করুণ। সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ হচ্ছে না। সরকারি চাকরির পরীক্ষাতেও দুর্নীতি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যর বেহাল চিত্র। শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য। স্কুলছুট বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনের স্থবিরতা বিস্ময়কর। মস্তানি-তোলাবাজি ও বেপরোয়া দুর্নীতি বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূষণ। আইন-শৃঙ্খলার চিত্র মোটেই ভাল না। নারী নিরাপত্তা ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত। গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের উপর পুলিশের বর্বর আক্রমণ ঘটে চলেছে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর পুলিশের নির্মম আক্রমণের পরিণতিতে মইদুল ইসলাম মিদ্যাকে শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।
- এহেন পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় ঘটানোর সাথে সাথে বিজেপি'কে রুখে দিতে হবে। বাম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিকল্পকে জয়ী করতে হবে। **বাম ও সহযোগী, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংযুক্ত মোর্চাকে জয়যুক্ত করুন।** সাধারণ মানুষের নিজেদের সরকার, সংযুক্ত মোর্চার সরকার গড়ে তুলতে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করব। পশ্চিমবঙ্গ ও সমগ্র দেশের স্বার্থে এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসুন।

সংযুক্ত মোর্চার বিকল্প কর্মসূচি

১. গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সমস্ত বিরোধীদের মত প্রকাশের অধিকার সুরক্ষিত করা হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের দ্রুত মুক্তি দেওয়া হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কঠোরভাবে অনুসৃত হবে। প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা নয়। শান্তি, সম্প্রীতি ও স্থায়িত্ব চাই।

২. এক বছরের মধ্যে সরকারি-আধা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ। সমস্ত নিয়োগ হবে নিয়মানুযায়ী, মেধার ভিত্তিতে।

৩. বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করার ওপর জোর দেওয়া হবে। স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প পুনরায় শক্তিশালী করা হবে।

৪. কর্মসংস্থানের মূল তিনটি ক্ষেত্র—কৃষি, শিল্প ও পরিষেবায় কাজের সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি।

৫. অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পুনরুজ্জীবন। সহজ ঋণের ব্যবস্থা করা।

৬. চাষের খরচ কমিয়ে, কৃষকের কাছে উৎপাদিত ফসলের দাম বাড়ানো। চাষকে লাভজনক করতে সরকারের তরফে মিনিকিট, সার, ক্ষুদ্র সেচ ও সেচের জলের প্রসার। কৃষিপণ্যের কেনাবেচার জন্য সমবায় সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন। কৃষকের জন্য কেবল এককালীন ঋণ মকুব নয়, ফসলের দেড়গুণ দামের নিশ্চয়তা, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকের কাছ থেকে সরকারের প্রয়োজন মতো ফসল ক্রয় করা হবে।

৭. রাজ্যের এপিএমসি অ্যাক্ট বাতিল। কারণ সেগুলিও কৃষককে কেন্দ্রের কৃষি আইনের মতো একইরকম বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কেন্দ্রের তিনটি কৃষি আইন রাজ্যে কার্যকর হবে না।

৮. ভূমিসংস্কারে জমি পাওয়া গরীব কৃষক যাঁরা উচ্ছেদ হয়েছেন, তাঁদের পুনর্প্রতিষ্ঠা।

৯. রেগা–একশো দিন না। ১৫০ দিন। একে শহরাঞ্চলেও প্রসারিত করা হবে।

১০. ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামীণ জনগণ বিশেষত গরিবদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

১১. শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি মাসে ২১,০০০ টাকা। প্রবাসী বা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য আলাদা দপ্তর। বিশেষ সুরক্ষা প্রকল্প। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মাসে ২,৫০০ টাকা ভাতা ও সস্তায় রেশন–বন্ধ চটকল, চাবাগান ও অন্যান্য বন্ধ শিল্পের শ্রমিকদের জন্যও এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সমস্ত ধরনের অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করা হবে। সরকারি প্রকল্পে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে। আইসিডিএস, আশা, মিড-ডে মিল সহ প্রকল্প কর্মীদের সম্মানজনক ভাতা প্রদান ও কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। সরকারী কর্মচারী ও পেনশনার্সদের ন্যায্য দাবির বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া হবে।

১২. খাদ্য সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব ও সর্বজনীন রেশন – গরিবদের জন্য ২ টাকা কেজি চাল বা আটা প্রতি মাসে ৩৫ কেজি করে প্রতি পরিবারে সরবরাহ – নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার থেকে কম দামে সরবরাহ – সকলের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।

১৩. ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওপর গুরুত্ব – বৃহৎ শিল্প গড়ার উদ্যোগ – তথ্য, জৈবপ্রযুক্তি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনাগুলির সদ্ব্যবহার-কৃষিভিত্তিক শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পসহ ইস্পাত, অটোমোবাইল, পেট্রোকেম, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট, চামড়া, বস্ত্রশিল্প স্থাপনের উদ্যোগ।

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণ ও তার বিকাশের লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। সব ধরনের দূষণ নিয়ন্ত্রণে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জনগণকে যুক্ত করে পরিবেশ রক্ষায় শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

১৫. সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সবই বিনামূল্যে। জনস্বাস্থ্যে সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। মহামারী ও রোগ প্রতিরোধে অগ্রাধিকার। ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা।

১৬. বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি – গরিব অংশের মানুষের জন্য বিদ্যুতের দামে ভরতুকি। ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে সরকারি ভরতুকি।

১৭. শিক্ষাক্ষত্রে বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ বরাদ্দ – নিরক্ষরতা নির্মূল করা – শিক্ষায়তনে গণতন্ত্র – শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ করা – ভর্তির পদ্ধতি স্বচ্ছ করা – শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ – স্বচ্ছতা বজায় রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শূন্যপদ পূরণ (প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, এসএলটিএমটি, ওয়ার্ক এডুকেশন, ফিজিক্যাল এডুকেশন সহ) –মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো সুসংহত, উন্নত ও প্রসারিত করা– বৃত্তিমূলক, কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার ওপর জোর, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গবেষণার উপর গুরুত্ব–সমস্ত অস্থায়ী শিক্ষকদের প্রতি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি–ছাত্র সংসদগুলির নিয়মিতভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত পরিচালন ব্যবস্থা।

১৮. সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে সার্বিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা হবে।

১৯. ক্রীড়ার প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া। ক্রীড়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্যচর্চার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

২০. সমকাজে সমমজুরি। নারী নির্যাতন, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে শহরে ওয়ার্ড বা বরোতে এবং গ্রামবাংলায় ব্লক স্তরে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তৃতীয় লিঙ্গ ও অন্যান্য প্রান্তিক যৌন এবং লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের (LGBTQIA+) জন্য প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।

২১. তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ অংশের জন্য সংরক্ষণের রোস্টার বাস্তবায়িত হবে।

২২. শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের স্বার্থে আরপিডি অ্যাক্ট-১৬ ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন-১৭ কার্যকর করা হবে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের শিক্ষার আওতায় আনা হবে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সকলকে এক বছরের মধ্যে শংসাপত্র দেওয়া হবে। মাসিক ভাতা এক হাজার টাকার পরিবর্তে মাসে দু'হাজার টাকা দেওয়া হবে।

২৩. সম্পদের বণ্টনের জন্য যে স্টেট ফিনান্স কমিশন ছিল, তার পুনরুজ্জীবন। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নিজস্ব ব্যাঙ্ক। সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ। রাজ্য সরকার পরিচালিত রুগণ্ সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ।

২৪. সমবায়ের প্রসার। সমবায়ের পণ্য বিক্রিতে অন-লাইন বিপণন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করা হবে।

২৫. পরিকল্পনা পর্ষদকে আরো কার্যকর করা–বাংলা ভাষাকে প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে উৎসাহিত করার পাশাপাশি হিন্দি, নেপালি, উর্দু, সাঁওতালি ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, রাজবংশী-কুরুক-কুরমিসহ পশ্চাদপদ অংশের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল, সুন্দরবন ও রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষ করে গুরুত্ব পাবে। দার্জিলিং পাহাড়ী এলাকায় সর্বোচ্চ স্বশাসন সুনিশ্চিত হবে। রাজ্যের বস্তিগুলির উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।

২৬. বেআইনি চিটফান্ডগুলির দাপট রোখা– চিটফান্ডের কর্মকর্তা ও তাদের সহযোগীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা– জনগণের গচ্ছিত টাকা ফেরত দেওয়া।

২৭. কেন্দ্রের সরকারের জনবিরোধী নীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি থাকবে– রাজ্যগুলির সাংবিধানিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে রাজ্য সরকার সতর্ক থাকবে– সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর'এর মতো বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব ধারণা রাজ্যে কার্যকর করা হবে না – কেন্দ্রের সংগৃহীত মোট রাজস্বের ৫০ শতাংশ রাজ্যকে দিতে হবে, জিএসটি বাবদ রাজ্যের প্রাপ্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে মিটিয়ে দিতে হবে। – নদীভাঙন, বন্দরের নাব্যতা রক্ষায়, দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় পুঁজি বিনিয়োগে কেন্দ্রের ভরতুকির জন্য প্রয়াস– উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে কেন্দ্রের কাছে সাহায্যের দাবি উত্থাপন করা হবে।

আমাদের আবেদন

বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস যে ব্যক্তি কুৎসা, ব্যক্তি আক্রমণ এবং ধর্মান্ধতার নজির বাংলার মাটিতে আনতে চাইছে তারই বিরুদ্ধে আমাদের সংযুক্ত মোর্চার লড়াই জারি রয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার মাধ্যমে বাংলাকে গড়ে তুলতে চাই আমরা।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা, দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ সরকার গড়তে সংযুক্ত মোর্চাকে জয়ী করুন। রাজ্যের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে কর্মসংস্থানের দরজা খুলে দিতে সংযুক্ত মোর্চাকে সমর্থন করুন। বাংলার ঐতিহ্য রক্ষায় সংযুক্ত মোর্চার সরকার গড়ে তুলুন।

বিমান বসু
সভাপতি, বামফ্রন্ট কমিটি

সূর্য্যকান্ত মিশ্র
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

অধীর রঞ্জন চৌধুরী
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি

শিমল সরেন
ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট

স্বপন ব্যানার্জি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

নরেন চ্যাটার্জি
সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক

বিশ্বনাথ চৌধুরী
বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল

সুভাষ রায়
আর সি পি আই

জয়হিন্দ সিং
মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক

শৈবাল চ্যাটার্জি
ওয়ার্কার্স পার্টি

প্রবীর ঘোষ
বলশেভিক পার্টি

২৪ মার্চ, ২০২১

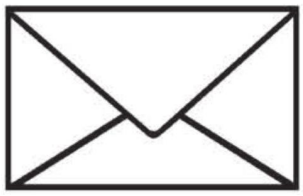

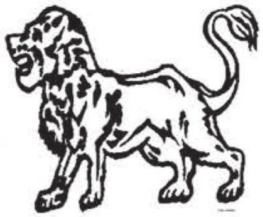

সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের এই চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন

দাম : ৩ টাকা

প্রচ্ছদ : মনীষ দেব

সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে বিমান বসু কর্তৃক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং জয়ন্ত শীল কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬ থেকে মুদ্রিত।